তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ...

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : শালিম ডোলপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে ছাদের ভেঙ্গে পড়া অংশে বাঁশের খুঁটির ঠেকা দিয়ে ক্লাস চলছে। এদিকে শ্রেণীকক্ষের বাইরের দেয়ালে আগাছা জন্মেছে, দেয়ালের জরাজীর্ণ চেহারা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ॥ ৩০ বছরেও কোন উন্নয়ন হয়নি ॥ ছাত্রীরা ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে

সামসুল ইসলাম টুকু, চাঁপাই-নবাবগঞ্জ থেকে : চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ ইউনিয়নে মহারাজপুরের শালিম ডোলপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টির ৩০ বছরেও কোন উন্নয়ন হয়নি।

১৯৭২ সালে একটি পুরনো ভবনে নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯৬ সালে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ে ৪ শতাধিক ছাত্রী। এর মধ্যে ৩শ' ৮০ জন উপবৃত্তি পায়। শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন ১০ জন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার ৬৭%।

পুরনো ভবনের ৪টি কামরার ছাদের তীর-বরগা ভেঙ্গে পড়ছে। কোনমতে বাঁশের খুঁটি দিয়ে সেগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। দেয়ালগুলোতে প্রচুর আগাছা জন্মেছে। দেখলেই মনে হয় যেন প্রাচীনকালের বাড়ি। তার মধ্যেই ছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করে। আরও ৪টি বাঁশের বেড়া ও টিনের চালা দেয়া শ্রেণীকক্ষ আছে। কিন্তু সেগুলোর অবস্থাও ভাল নয়।

মেয়েদের স্কুল বলেই কি ৩০ বছরে কোন জনপ্রতিনিধি কিংবা ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের চোখে পড়েনি এ জরাজীর্ণ বিদ্যালয়টি। শিক্ষা বিভাগ কি ২০ বছরে একবারও পরিদর্শন করেনি এ স্কুলটি। আরও দুঃখজনক বিষয় যে, বর্তমান সংসদ সদস্য যিনি আগের ৫ বছরও সংসদ সদস্য ছিলেন তার বাড়িও এ ইউনিয়নে ও বিদ্যালয়টির পাশের পাড়ায়। তিনি ইতোমধ্যে অনেক স্কুলের উন্নয়নের জন্য সুপারিশ এবং উন্নয়ন করেছেন। কিন্তু তার নিজের গ্রামের এ গুরুত্বপূর্ণ বালিকা বিদ্যালয়টি তার চোখে পড়ল না- এটাই ওই স্কুলের ছাত্রীদের অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা।